আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন

[রাসূল ﷺ-এর পঠিত দুআসমূহের সংকলন]

আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন

[রাসূল ﷺ-এর পঠিত দুআসমূহের সংকলন]

'আল-কালিমুত তাইয়িব' গ্রন্থের অনুবাদ

মূল (আরবি):

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা رحمه الله

[মৃত্যু: ৭২৮ হি./১৩২৮ খৃ.]

অনুবাদ:

জিয়াউর রহমান মুন্সী

মাকতাবাতুল বায়ান

Maktabatul Bayan

আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮

ISBN: 978-984-34-4560-5
প্রথম বাংলা সংস্করণ:
১ রমাদান ১৪৩৯ হিজরি/ ১৮ মে ২০১৮।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

অনলাইন পরিবেশক:
ওয়াফি লাইফ
আল ফুরকান শপ

মূল্য: ২১৭ টাকা

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

দোকান নং #৩১৫, ২য় তলা, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan/

Apnar Proyojon Allahke Bolun (Ask Allah for Your Needs) being a Translation of *Al-Kalimut Taiyib* of Imām Ibn Taymiyyah translated into Bangla by Jiaor Rahman Munshi and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. First Edition in 2018.

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা ১১
লেখক পরিচিতি ১৪
বহুলব্যবহৃত চিহ্ন..... ১৫
ভূমিকা ১৭
যিকর বা আল্লাহর স্মরণের মহত্ত্ব ২০
প্রশংসা, সার্বভৌমত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণার মহত্ত্ব ২২
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর স্মরণ..... ৩১
ঘুমুতে যাওয়ার সময় বলুন ৪৫
ঘুম থেকে উঠে ৫৭
ভীতিকর স্বপ্ন দেখলে বলুন ৬০
স্বপ্ন দেখার পর করণীয়..... ৬২
রাতের ইবাদাতের মহত্ত্ব ৬৩
ঘুম থেকে উঠে আরও বলুন ৬৫
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলুন..... ৬৬
ঘরে প্রবেশের সময়.....৬৮
মাসজিদে প্রবেশ ও মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়..... ৬৯
আযান শুনলে ৭০
সালাতের শুরুতে বলুন ৭৬

সালাতের বিভিন্ন পর্যায়ে বলুন ৮৩
সালাতের মধ্যে ও তাশাহ্হুদের পর ৯১
সালাতের পর ৯৮
ইস্তিখারার দুআ ১০৪
উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় ১০৬
শত্রু ও প্রতাপশালীর মুখোমুখি হলে ১১১
শয়তানের উপস্থিতি প্রসঙ্গ ১১৩
আযান শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় ১১৪
আল্লাহর ফায়সালার সামনে আত্মসমর্পণ করুন.....১১৭
আল্লাহর অনুগ্রহ পেলে ১১৮
বিপদ-মুসিবতে পড়লে ১১৯
ঋণের বোঝা চাপলে.....১২২
ঝাড়ফুঁক দেওয়ার সময়.....১২২
যেভাবে আল্লাহর আশ্রয় চাইবেন.....১২৪
কবরের সামনে দাঁড়িয়ে.....১২৭
বৃষ্টির পানি প্রয়োজন হলে ১২৭
তীব্র বায়ুপ্রবাহ শুরু হলে ১৩০
বজ্রপাতের সময় ১৩১
মেঘ-বৃষ্টির প্রয়োজন হলে.....১৩২
নতুন চাঁদ দেখলে ১৩৪
ইফতারের সময় ১৩৫

সফরে বের হলে ১৩৬
বাহনে উঠে..... ১৩৯
নৌযানে উঠে..... ১৪২
অবাধ্য বা বিপজ্জনক বাহনে চড়ে ১৪৩
ঊষর ও জনমানবহীন এলাকায় বাহন হারিয়ে গেলে..... ১৪৪
জনপদ কিংবা ঘরে ঢুকার সময় ১৪৪
খাবার ও পানীয় গ্রহণের সময় ১৪৬
কেউ মেহমানদারি করলে ১৫০
কাউকে অভিবাদন জানাতে.....১৫২
হাঁচি দিলে এবং হাই তুললে.....১৫৪
কেউ বিয়ে করলে.....১৫৬
সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলে..... ১৬০
সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর.....১৬৪
সন্তানের নাম রাখার সময়.....১৬৫
মোরগ ডাকলে ও গাধা চিৎকার করলে ১৬৭
রাতের বেলা কুকুর ও গাধার চিৎকার শুনলে ১৬৭
অগ্নিকাণ্ড দেখলে ১৬৭
বৈঠক বা সমাবেশ শেষে..... ১৬৮
রাগ চড়ে গেলে ১৭১
বিপদগ্রস্ত কাউকে দেখলে..... ১৭২
বাজারে গেলে..... ১৭২

আয়না দেখার সময় ১৭৩
হিজামা গ্রহণের সময় ১৭৪
কানে শোঁ শোঁ শব্দ হলে.....১৭৫
পা ঝিমঝিম করলে ১৭৫
বাহন হোঁচট খেলে.....১৭৫
কেউ উপহার দিলে ১৭৬
কেউ কষ্ট দূর করে দিলে.....১৭৬
নতুন ফল লাভ করলে ১৭৭
বিস্ময়কর কিছু দেখলে ১৭৮
কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে.....১৭৮
শুভ বা অশুভ সংকেত ১৭৯

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

দুআ বা আল্লাহর কাছে চাওয়া হলো ইবাদাত বা আল্লাহর দাসত্বের অংশ। আর এই দাসত্বের অনীহার পরিণতি জাহান্নাম। দুআ মুমিন জীবনে আল্লাহ তাআলার অনুপম উপহার। তিনি ওয়াদা দিয়েছেন—আমরা তাঁকে ডাকলে, তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। (দ্রষ্টব্য: সূরা আল-মু'মিন ৪০:৬০)

দুআর শক্তি অপরিসীম; কেবল দুআ-ই পারে তাকদীর বা ভাগ্যের লিখনকে পর্যন্ত বদলে দিতে! (তিরমিযি, ২১৩৯)

মানবজাতির মহান শিক্ষক হিসেবে রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন, কখন কীভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হয়—নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে হয়। রাসূল ﷺ–এর পঠিত ও শেখানো দুআগুলো হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ তাঁর اَلْكَلِمُ الطَّيِّبُ *(আল-কালিমুত তাইয়িব)* গ্রন্থে এসব হাদীস সংকলন করেছেন। *'আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন'* মূলত এরই বাংলা অনুবাদ।

এ অনুবাদ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালে বৈরুতের দারুল ফিক্‌র কর্তৃক প্রকাশিত একটি সংস্করণ এবং ২০০১ সালে রিয়াদের মাকতাবাতুল মাআরিফ কর্তৃক প্রকাশিত একটি সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে। মূলগ্রন্থের শেষ হাদীসটি মাওদূ' (জাল) আখ্যায়িত হওয়ায় অনুবাদ থেকে সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে। তাহ্‌কীক বা হাদীসের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি

হাদীসের টীকায় ওই দু' সংস্করণের সম্পাদকদ্বয়ের মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হাদীসকে কোনও কোনও মুহাদ্দিস 'দুর্বল' বলেছেন, তো আরেকদল মুহাদ্দিস একই হাদীসকে 'হাসান' আখ্যায়িত করেছেন। তাই এ গ্রন্থে অনূদিত হাদীসের পাদটীকায় যে মান উল্লেখ করা হয়েছে, তা চূড়ান্ত নয়।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—ইবরাহীম, তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে 'মাদ' বা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। পক্ষান্তরে নবি, সাহাবি, আলি—প্রভৃতি শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে হ্রস্ব ই-কার; কারণ মূল ভাষায় এসবের প্রত্যেকটির শেষে 'ইয়া' বর্ণ থাকলেও, তা মাদ বা দীর্ঘস্বরের 'ইয়া সাকিন' নয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান 'ক্বিয়া-মাহ্' এবং প্রচলিত বাংলা বানান 'কেয়ামত'—এর কোনটি ব্যবহার না করে, 'কিয়ামাত' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলিকে প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনও সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে কোনও ভুল ধরা পড়লে, আমাদেরকে অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

আসুন, রাসূল ﷺ—এর শেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহকে ডাকি; আমাদের প্রয়োজনের কথা এমন এক সত্তাকে বলি, যিনি অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক, যিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

রবের রহমত প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী
jiarht@gmail.com
১ রমাদান ১৪৩৯ হিজরি

লেখক পরিচিতি

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀। ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে অবিস্মরণীয় প্রতিভা; তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম।

পুরো নাম তাকীউদ্দীন আহমাদ ইবনু আব্‌দিল হালীম ইবনি তাইমিয়্যা। জন্ম ৬৬১ হিজরি/১২৬৩ সালে; হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের মাত্র পাঁচ বছর পর। জন্মস্থান হার্‌রান; বর্তমানে তুরস্কের অধীন। মঙ্গোলিয়ানদের আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি ৬ বছর বয়সে পিতার সাথে জন্মস্থান ছেড়ে দামেশকে চলে আসেন। ১৩০০ খৃস্টাব্দে মঙ্গোলিয়ানদের আক্রমণের মোকাবিলায় তাঁর প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড ছিল উল্লেখযোগ্য।

তাঁর ঘটনাবহুল জীবন অল্প কয়েক লাইনে প্রকাশ করা অসম্ভব। ইসলামী জ্ঞানের প্রায় প্রত্যেকটি শাখায় তিনি মৌলিক অবদান রেখেছেন। তাঁর লেখা অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে *আস-সারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল; আল-জাওয়াবুস সহীহ্ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ্; আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ্; মিনহাজুস সুন্নাহ্; দার'উ তাআরুদিল আকলি ওয়ান নাক্‌ল; আর-রাদ্দু আলাল মানতিকিয়্যীন; ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্‌তাকীম; আল-কালিমুত তাইয়িব* ও *আল-হিসবাহ্ ফিল ইসলাম* সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত *মাজমূউল ফাতাওয়া* নামে ৩৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে!

আপোষহীন মানসিকতা ও নির্ভীক মতপ্রকাশের দরুন তিনি শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়েন। সরকার তাকে বন্দি করে জেলখানায় পাঠায়। জেলে থাকাকালেই ৭২৮ হিজরি/ ১৩২৮ খৃস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে দামেশকের সূফিয়্যা কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বহুলব্যবহৃত চিহ্ন

ﷺ ‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/ আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليه السلام ‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليها السلام ‘আলাইহাস সালাম’ / তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليهما السلام ‘আলাইহিমাস সালাম’ / উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليهم السلام ‘আলাইহিমুস সালাম’ / তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنه ‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنها ‘রদিয়াল্লাহু আনহা’ / আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهما ‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهم ‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’ / আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهن ‘রদিয়াল্লাহু আনহুন্না’ / আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

ভূমিকা

হে আল্লাহ! তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর করুণা বর্ষণ করো!

সকল প্রশংসা আল্লাহর, আর প্রশংসা জ্ঞাপনই (তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য) যথেষ্ট। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সেসব বান্দার উপর, যাদের তিনি বাছাই করে নিয়েছেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ বা সার্বভৌম সত্তা নেই, তিনি একক, তাঁর (সার্বভৌম ক্ষমতায়) কোনও অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও রাসূল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধ মাফ করে দেবেন।"

(সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:৭০–৭১)

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

"তাঁর কাছে শুধু পবিত্র কথাই উঠে, আর সৎকাজ তাকে উপরে ওঠায়।"

(সূরা ফাতির ৩৫:১০)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

"কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ রাখ, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব, আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার

নিয়ামাত অস্বীকার করো না।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৫২)

اذْكُرُوا اللَّـهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো।"

(সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:৪১)

وَالذَّاكِرِينَ اللَّـهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّـهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

"আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী পুরুষ ও নারী; আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"

(সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:৩৫)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"(আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন-রাতের পরিবর্তনের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন আছে বুদ্ধিমানদের জন্য) যারা উঠতে, বসতে ও শয়নে—সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।"

(সূরা আ ল ইমরান ৩:১৯১)

إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

"যখন কোনও দলের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয়, তখন দৃঢ়পদ থেকো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কোরো; আশা করা যায়, এতে তোমরা সফল হবে।"

(সূরা আল-আনফাল ৮:৪৫)

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا